দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

চবির ৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কৃত

চট্টগ্রাম ব্যুরো ●

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ছয় শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকায় তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে। তারা সবাই ছাত্রলীগের কর্মী বলে জানা গেছে। এই বহিষ্কারাদেশ গত সোমবার থেকেই কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে চবি প্রশাসন।

বহিষ্কৃতদের মধ্যে লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আহমেদ আলী, চারুকলা ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আনোয়ার হোসেন, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের আব্দুল্লাহ আল কায়সার ও চারুকলা বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী বির্ক বণিককে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. নেওয়াজ আবদীন পাঠান ও অর্থনীতি বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. লোকমান হোসেনকে ছয় মাসের এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

চবির ৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কৃত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

আহমেদ আলী, আনোয়ার হোসেন, বির্ক বণিক ও আব্দুল্লাহ আল কায়সার ছাত্রলীগের বগিভিত্তিক সংগঠন 'ভিএক্স'-এর সদস্য। আর নেওয়াজ আবদীন পাঠান ও লোকমান হোসেন 'একাকার'-এর সদস্য।

সূত্র জানায়, চবি শাটল ট্রেনে ছাত্রলীগের বগিভিত্তিক সংগঠন 'ভিএক্স' ও 'একাকার' কেন্দ্র করে পরপর তিনবার দুপক্ষের মধ্যে মারধরের ঘটনা ঘটে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে চবি শাহ আমানত হলের সামনে একাকারের কর্মীরা চবি ছাত্রলীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক ও 'ভিএক্স' নেতা মিজানুর রহমান বিপুলকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। পাল্টা জবাবে গত ৪ অক্টোবর রাতে একই জায়গায় চবি ইসলামী ইতিহাস বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও বগিভিত্তিক সংগঠন 'একাকার'-এর নেতা মাহবুব শাহরিয়ার শাহীনের হাতে ও পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে 'ভিএক্স'-এর সদস্যরা। পর দিন নগরীর চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে চারুকলার শিক্ষার্থী রনি চন্দ্র সরকারকে মারধর করে 'ভিএক্স'-এর কর্মী বির্ক বণিক।

চবি প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরী আমাদের সময়কে জানান, তিনটি পৃথক সংঘর্ষের ঘটনায় ওই ছয় শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, যে যে পরিমাণ অপরাধ করেছে, তাকে সেভাবেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

নিয়মানুযায়ী, পরপর দুবছর বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ না নিলে তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে থাকতে পারবেন না। সেই হিসেবে যাদের দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরী বলেন, তাদের আচরণের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আমরা তাদের পর্যবেক্ষণে রাখব।